শিলিগুড়ি ■ জলপাইগুড়ি

আনন্দবাজার পত্রিকা

২ ভাদ্র ১৪৩৩ বুধবার ১৯ অগস্ট ২০২৬ XCNE

এক নজরে

আরও খবর পৃ: ৮

- অন্নপূর্ণায় বাদ যাবে অযোগ্যেরা: মন্ত্রী
- খুনের হুমকি, অভিযুক্ত বিজেপি নেত্রী

■ জঞ্জালে ভরেছে নিকাশি নালা। মঙ্গলবার শিলিগুড়ির প্রধাননগরের এসএনটি রোডে। *নিজস্ব চিত্র*

শাহের সফর

শিলিগুড়ি: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের শিলিগুড়ি সফরের দিন পরিবর্তন হল। ২২ অগস্ট শনিবারের বদলে ২০ অগস্ট বৃহস্পতিবার রাতেই তিনি শিলিগুড়িতে আসবেন। রাতে বাগডোগরা বিমানবন্দরে নেমে মাটিগাড়ার একটি টি-রিসর্টে চলে যাবেন। রাতে সেখানেই থাকবেন তিনি। ২১ তারিখ শুক্রবার সকাল ১০টা নাগাদ শিলিগুড়ির রানিডাঙায় এসএসবি-র উত্তরবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারে আসার কথা রয়েছে তাঁর। সেখানে একাধিক অনুষ্ঠান, ভূমি পূজন এবং বৈঠক সেরে দুপুরে কাওয়াখালিতে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার উপরে আয়োজিত রাজ্য স্তরের কর্মশালায় যোগ দেবেন শাহ। তাঁকে স্বাগত জানাতে বৃহস্পতিবার রাতেই শিলিগুড়িতে আসছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার ওই এলাকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে এসেছিলেন রাজ্য পুলিশের ডিজি সিদ্ধিনাথ গুপ্ত। সঙ্গে ছিলেন এডিজি আইন শৃঙ্খলা, উত্তরবঙ্গের আইজি, শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার-সহ রাজ্য পুলিশ ও প্রশাসনের শীর্ষ কর্তারা। ২১ তারিখ সমস্ত অনুষ্ঠান শেষে আবার মাটিগাড়ার টি-রিসর্টে চলে যাবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। শনিবার দুপুর আড়াইটা নাগাদ বাগডোগরা বিমানবন্দর হয়ে দিল্লিতে ফিরে যাওয়ার কথা রয়েছে তাঁর।

পথে চিতাবাঘ

শিলিগুড়ি: দার্জিলিঙের মংপুর রাস্তায় দেখা মিলল একটি চিতাবাঘ ও কয়েকটি চিতাবাঘ শাবকের। শাবকগুলির মধ্যে একটি কালো শাবক (মেলানিস্টিক) রয়েছে। এদিন মংপুর কাছে এক গাড়ির চালক তা দেখেন। তিনি গোটা ঘটনা ক্যামেরাবন্দি করে সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেন (ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি আনন্দবাজার পত্রিকা)। তাতে দেখা যাচ্ছে চিতাবাঘ এবং চিতাবাঘের শাবকগুলি রাস্তা থেকে পাহাড়ের জঙ্গলের দিকে উঠে যাচ্ছে।

আজ আবহাওয়া

সর্বোচ্চ তাপমাত্রা

৩৩°

সেলসিয়াস

গত কাল

সর্বোচ্চ ৩৩.৬°

সর্বনিম্ন ২৭.০°

আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৮২%

বৃষ্টিপাত ১ মিলিমিটার

মনসা পুজোয় ভিড় জলপাইগুড়িতে ৮

থানায় অভিযোগের তথ্য তলব কমিশনের

নিজস্ব সংবাদদাতা

শিলিগুড়ি

শিলিগুড়ি পুরসভায় তৃণমূল বোর্ড থাকাকালীন কোন কোন তৃণমূল কংগ্রেস পুরপ্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে কোন-কোন থানায় লিখিত অভিযোগ রয়েছে সেই তালিকা চাইল রাজ্যের প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির তদন্তে গঠিত নতুন কমিশন। ওই কমিশনের সচিব কে জয়রামন সোমবার শিলিগুড়ির উত্তরকন্যায় বৈঠক করেন। বৈঠকে শিলিগুড়ি পুরসভার কমিশনার ও শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক বীর বিক্রম রাই উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকের পরেই পুলিশ কমিশনারেটে এই নির্দেশিকা পৌঁছয়। কমিশনারেট থেকে শহরের সমস্ত থানায় বার্তা পৌঁছেছে বলে জানা গিয়েছে। ইতিমধ্যেই অভিযোগ খোঁজার কাজ শুরু করেছে পুলিশ। বৈঠক প্রসঙ্গে কে জয়রামন বলেন, ''প্রাথমিক আলোচনা হয়েছে। কিছু তথ্য চেয়ে পাঠানো হয়েছে।''

শিলিগুড়ি পুরসভায় তৃণমূল আমলে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছে বিজেপি। শহরের বিধায়ক তথা পর্যটনমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ আগেই জানান যে, দুর্নীতি সংক্রান্ত একাধিক তথ্য তিনি নতুন কমিশনের প্রধানের হাতে দিয়ে এসেছেন। তারই তদন্তে প্রথম বৈঠক করেছেন কে জয়রামান।

সূত্রের খবর, সেখানে এসজেডিএ-এর ২০০ কোটি টাকার দুর্নীতি নিয়েও আলোচনা হয়েছে। প্রাথমিক ভাবে ওই সময়ের ৩৫ থেকে ৪০টি সংস্থার খোঁজ মিলেছে। প্রত্যেকটি সংস্থার সঙ্গে ওই সময় এসজেডিএ-এর লেনদেন হয়েছিল বলে খবর। ওই সংস্থাগুলিকে শো-কজ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তৃণমূল আমলে মেয়র পারিষদদের দফতরে কর্মরত আধিকারিকদের গতিবিধিও নজরে রাখতে বলা হয়েছে। শহরের এক প্রাক্তন মেয়র পারিষদের বিলাসবহুল গাড়ি, আয় বহির্ভূত সম্পত্তিও কমিশনের নজরে রয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

■ ভর্তি প্রক্রিয়া শুরুর দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে মিছিল ছাত্রছাত্রীদের। মঙ্গলবার। *নিজস্ব চিত্র*

ফের বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যা শুনল দফতর, প্রশ্ন কত দিনে সমাধান

নিজস্ব সংবাদদাতা

শিলিগুড়ি

গত আড়াই বছরের বেশি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নেই। বর্তমানে বহু আধিকারিকের পদ ফাঁকা। অভিযোগ, বারবার লিখিত ভাবে সমস্যা জানতে চাওয়া হচ্ছে। অথচ সমাধানের ব্যবস্থা কিছু হচ্ছে না।

নতুন শিক্ষা নীতি নিয়ে শিক্ষা দফতরের আলোচনায় উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা সমস্যা তুলে ধরলেন অস্থায়ী রেজিস্ট্রার সমরকুমার বিশ্বাস। মঙ্গলবার কলকাতায় রাজারহাট নিউটাউন কনভেনশন সেন্টারে ওই বৈঠক হয়। শিক্ষা দফতরের একটি সূত্রে জানা গিয়েছে, সেখানে আচার্য তথা রাজ্যপালও ছিলেন। সেখানে উপস্থিত অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে তাঁদের বিষয়গুলি একে একে জানাতে বলা হয়। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়ে বলার সময় অস্থায়ী রেজিস্ট্রার জানান, পরীক্ষা পরিচালনায় যুক্ত এজেন্সির জন্য প্রতি মাসে তাঁদের দেড় লক্ষ টাকা খরচ গুনতে হচ্ছে। তাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিল ফাঁকা হচ্ছে বলে অভিযোগ। তাতে নানা সমস্যা তৈরি হচ্ছে। প্রসঙ্গের বাইরে হওয়ায় পরে বিস্তারিত জানাতে বলা হয় অস্থায়ী রেজিস্ট্রারকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মী, আধিকারিকদের একাংশের অভিযোগ, এর আগে আচার্য তথা রাজ্যপালের সঙ্গে বৈঠকে সমস্যা জানানো হয়েছে। আগেও শিক্ষা দফতরে তা জানানো হয়েছে একাধিকবার। স্থানীয় মন্ত্রীরা সমস্যা জানিয়েছেন। গিয়েছে। সেটাই জানানো হয়েছে।'' পরে উচ্চ শিক্ষা দফতরের সচিব স্তরের আধিকারিকেরা আলাদা করে রেজিস্ট্রারের কাছ থেকে সমস্যা শুনেছেন। সমস্যাগুলি বিস্তারিত লিখিত ভাবে দিতে বলেছেন। গত আড়াই বছরের বেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নেই। বর্তমানে ডিন-সহ কলেজ সমূহের পরিদর্শক-সহ একাধিক আধিকারিকের পদ ফাঁকা পড়ে রয়েছে বলে অভিযোগ।

অন্য দিকে, কলেজগুলিতে চতুর্থ বর্ষে ভর্তির দাবিতে এ দিন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে মিছিল করে পড়ুয়াদের একাংশ। প্ল্যাকার্ড হাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বিভিন্ন কলেজের পড়ুয়াদের একাংশ এদিন দুই নম্বর গেট থেকে প্রশাসনিক ভবন পর্যন্ত মিছিল করেন। জয়েন্ট রেজিস্ট্রার স্বপন রক্ষিতের সঙ্গে তাঁরা দেখা করেন। ইতিমধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কলেজগুলিতে সপ্তম সিমেস্টারে ভর্তির ক্ষেত্রে যাঁরা গবেষণাযোগ্য অর্থাৎ ৭৫ শতাংশ বা তার বেশি নম্বর পেয়েছেন তাঁদের নামের তালিকা পাঠানো হয়েছে। সেই মতো ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এদিন আন্দোলনরত পড়ুয়াদের দাবি, বাকিদের এবং যাঁদের কোনও সিমেস্টারে ব্যাক রয়েছে তাঁদেরও ভর্তির সুযোগ দেওয়া হোক।

বারবার লিখিত ভাবে সমস্যা জানতে চাওয়া হচ্ছে। অথচ সমাধানের ব্যবস্থা কিছু হচ্ছে না।

পরে উচ্চ শিক্ষামন্ত্রীর উপস্থিতিতে অপর একটি বৈঠকে বিশ্ববিদ্যালয়ে বছরের পর-বছর সমাবর্তন না হওয়ায় কী পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় চলছে তা তুলে ধরেন রেজিস্ট্রার। সেই সঙ্গে কর্মীদের বেতন দিতে বছরে সাড়ে ১১ কোটি টাকার মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিল খালি হচ্ছে বলে অভিযোগ। যা এক সময় সরকারের তরফেই মিলত।

অস্থায়ী রেজিস্ট্রার বলেন, ''নতুন শিক্ষা নীতির বিষয়ে বৈঠক হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু বড় সমস্যা রয়ে গিয়েছে। সেটাই জানানো হয়েছে।'' পরে উচ্চ শিক্ষা দফতরের সচিব স্তরের আধিকারিকেরা আলাদা করে রেজিস্ট্রারের কাছ থেকে সমস্যা শুনেছেন। সমস্যাগুলি বিস্তারিত লিখিত ভাবে দিতে বলেছেন। গত আড়াই বছরের বেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নেই। বর্তমানে ডিন-সহ কলেজ সমূহের পরিদর্শক-সহ একাধিক আধিকারিকের পদ ফাঁকা পড়ে রয়েছে বলে অভিযোগ।

অনিয়ম রোগী রেজিস্ট্রেশনে, তদন্তের নির্দেশ

সৌমিত্র কুণ্ডু

শিলিগুড়ি

উত্তরবঙ্গ মেডিক্যালে বহিরাগতদের থেকে টাকা নিয়ে নানা পরীক্ষা করানোর চক্র চলছে বলে কর্মী, আধিকারিকদের একাংশের অভিযোগ।

ভর্তি থাকা রোগীর রেজিস্ট্রেশন নম্বর ব্যবহার করে হাসপাতালের কর্মী, তাঁদের পরিবারের সদস্য, বহিরাগতরা চিকিৎসা সংক্রান্ত নানা পরীক্ষা করাচ্ছেন বলে অভিযোগ। আরও অভিযোগ এর পিছনে একটি চক্র কাজ করছে। উত্তরবঙ্গ মেডিক্যালের ঘটনা। বিষয়টি নজরে আসতেই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন হাসপাতাল সুপার। প্যাথোলজিক্যাল ল্যাবরেটরি থেকে বিভিন্ন পরীক্ষার রিপোর্টে কিছু নাম দেখে সন্দেহ হয় সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের। তাঁরাই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানান। তা নিয়ে হইচই পড়েছে। দীর্ঘদিন ধরেই ওই চক্র কাজ করছে বলে অভিযোগ। তাতে হাসপাতালের রোগীদের জন্য বরাদ্দ লক্ষ লক্ষ টাকার পরীক্ষার কিট নষ্ট হচ্ছে বলে অভিযোগ।

হাসপাতালের সুপার কৌশিক ঈশোর বলেন, ''রোগীর রেজিস্ট্রেশন নম্বর ব্যবহার করে অন্য কেউ পরীক্ষা করাচ্ছে বলে নজরে এসেছে। হাসপাতালের কর্মীদের কিছু নাম মিলেছে। এ সবের সঙ্গে হাসপাতালের কর্মীদের একাংশ যুক্ত। বিষয়টি তদন্ত করে খতিয়ে দেখতে বলা হয়েছে।'' সমস্যা মেটাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছেন কর্তৃপক্ষ।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই কিছু রোগীর রেজিস্ট্রেশন নম্বরে বেশ কিছু পরীক্ষা রিপোর্ট মিলেছে যে সমস্ত পরীক্ষাগুলি তাঁদের করতেই বলা হয়নি। ওই সমস্ত রেজিস্ট্রেশন নম্বরে যে রোগীর নাম থাকার কথা তা নেই। বদলে হাসপাতালের কর্মী বা তাঁদের পরিবারের সদস্যদের নাম রয়েছে। বেশ কিছু নাম বহিরাগতদের বলেও সন্দেহ। অভিযোগ, প্রতি মাসে এ ধরনের চিকিৎসা সংক্রান্ত বিভিন্ন পরীক্ষা করানো হচ্ছে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যালের ল্যাবরেটরিতে।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, লিভার ফাংশন টেস্ট, কিডনি ফাংশন টেস্ট থেকে আর্থারাইটিসের বিভিন্ন খরচ সাপেক্ষ পরীক্ষা করানোর ক্ষেত্রে এ ধরনের অনিয়ম নজরে এসেছে। বাইরে লিভার ফাংশন টেস্ট ৬০০ থেকে ৭০০ টাকা, আথরাইটিসের বিভিন্ন পরীক্ষা করাতে ছয় থেকে সাত হাজার টাকা খরচ হয়। তুলনায় মেডিক্যালে খরচ অনেক কম। সেই সঙ্গে প্যাথোলজির বিভিন্ন পরীক্ষাও করানো হচ্ছে বলে অভিযোগ। এই অনিয়মে জড়িত সন্দেহে হাসপাতালের চতুর্থ শ্রেণির কর্মীদের একাংশের নামও মিলেছে বলে দাবি। হাসপাতালে পরীক্ষা করানোর নাম করে বহিরাগতদের থেকে টাকা নিয়ে এখানে পরীক্ষা করানোর চক্র চলছে বলেও কর্মী, আধিকারিকদের একাংশের অভিযোগ। দীর্ঘদিন এই চক্র চলছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

খোঁজ নেই পুরপ্রধানের, অচলাবস্থা পুরসভায়

নিজস্ব সংবাদদাতা

জলপাইগুড়ি

পুরপ্রধান কোথায়? পুরসভায় নেই। নিজের পার্টি অফিসে নেই। বাড়ির অফিসেও বসছেন না। কোনও কর্মসূচিতে দেখা মিলছে না। সপ্তাহ দু'য়েক জলপাইগুড়ির পুরপ্রধান সৈকত চট্টোপাধ্যায়ের খোঁজ মিলছে না বলে দাবি। পুরপ্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব জমা পড়েছে ৩০ জুলাই। তারপরেও তিনি শহরে ছিলেন। ক্রমে সঙ্গীরা শিবির বদলানোর ঘোষণার পর থেকে পুরপ্রধানের দেখা মিলছে না বলে দাবি। এ দিকে, পুরপ্রধান না থাকায় সব কাজ থমকে গিয়েছে। এমনকি ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে পেনশনও মেটাতে পারছে না পুরসভা। অর্থনৈতিক অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে পুরসভায়।

যদিও পুরপ্রধানের দাবি, তিনি আশপাশেই রয়েছেন। মঙ্গলবার মোবাইলে যোগাযোগ করা হলে পুরপ্রধান সৈকত চট্টোপাধ্যায় বলেন, ''আমি রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপরে নজর রাখছি। ভোটাভুটির সময় ঠিক গরিষ্ঠতা প্রমাণ হবে।'' পুরসভায় তৈরি হওয়া অচলাবস্থা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ''আমি পুর আধিকারিককের বলেছিলাম, আমার কাছে ফাইল পাঠাতে। সই করে দেব। তাঁরা হয়তো এই মুহূর্তে অফিসের বাইরে ফাইল পাঠাতে চাইছেন না।''

বিরোধীদের একাংশের দাবি, পুরপ্রধান গ্রেফতারির ভয় পাচ্ছেন। তাঁর অফিসের ঘরেই ডিম ছোড়া হয়েছিল। তার পরদিন থেকেই পুরপ্রধান অফিসে যাচ্ছেন না। জেলা যুব কংগ্রেসের সভাপতি নবোন্দু মৌলিক বলেন, ''নাগরিক পরিষেবা যে মুখ থুবড়ে পড়েছে তার পুরো দায় পুরপ্রধানকেই নিতে হবে।''

আবাসিক শিবিরে নেতাদের প্রশিক্ষণ দেবে বিজেপি

অনির্বাণ রায়

জলপাইগুড়ি

পঞ্চায়েত সদস্য থেকে বিধায়ক, বিজেপি সকলকেই ফিরিয়ে দেবে হস্টেল জীবনের নস্টালজিয়া। পদ্মফুল প্রতীকে জেতা যে জনপ্রতিনিধিদের হস্টেল জীবনের অভিজ্ঞতা নেই, তাঁরাও এ বার পাবেন সেই স্বাদ। আবাসিক শিবিরে নেতাদের বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণ নিতে হবে, নির্দেশ বিজেপির। জলপাইগুড়িতে চলতি মাস থেকেই নেতা-পড়াও কর্মসূচি শুরু হতে চলেছে। এর আগে কর্মীদের প্রশিক্ষণ হয়েছে। বিভিন্ন স্কুলবাড়ি অথবা ভবন ভাড়া করে সেখানে কর্মীদের প্রশিক্ষণ দিয়েছে বিজেপি। এ বার নেতাদেরও আবাসিক শিবির শুরু হতে চলেছে। বিজেপির লক্ষ্য, পঞ্চায়েত এবং পুরসভা ভোটের আগে নেতাদের প্রশিক্ষণ সেরে ফেলা। দলের ভবিষ্যৎ লক্ষ্য, অগ্রাধিকার এবং বক্তৃতা রাখার নানান কৌশল শেখানো হবে প্রশিক্ষণ শিবিরে।

বিজেপি সূত্রের খবর, দলের বিভিন্ন কমিটির পদাধিকারী থেকে শুরু করে জেলা কমিটির পদাধিকারীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। সেই সঙ্গে জেলার কিছু উল্লেখযোগ্য নেতা যাঁরা কোনও পদে না থাকলেও দলে সক্রিয় এবং দক্ষ, তাঁদেরও প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য বাছাই করা হতে পারে। প্রশিক্ষণ নিতে হবে জনপ্রতিনিধিদেরও। পঞ্চায়েত সদস্য, প্রধান, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, পুরসভার প্রতিনিধি থেকে বিধায়ক-সাংসদ সকলকেই প্রশিক্ষণ নিতে হবে। যাঁরা প্রথম বার বিধায়ক হয়েছেন, তাঁদের প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক।

বিজেপির দাবি, দলের রাজ্য ও কেন্দ্রের নেতারা প্রশিক্ষণ দেবেন। সূত্রের খবর, যাঁরা প্রশিক্ষণ দেবেন তাঁদের মধ্যে সঙ্ঘের ঘনিষ্ঠরাও থাকবেন। যাঁরা গেরুয়া শিবিরের সমাজ-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক চিন্তা, ভাবনা বোঝাবেন। তাঁরাই বক্তৃতার বিষয়ে নানা পরামর্শ দেবেন। বিজেপির এক নেতার কথায়, ''দলের এখন নেতা বেশি আর বক্তা কম পড়ছে। প্রশিক্ষণে সেদিকে জোর দেওয়া হবে।'' বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বাপি গোস্বামী বলেন, ''বিজেপি সারা বছর সংগঠনের কাজ করে, জনগণের চাওয়া-পাওয়া নিয়ে আলোচনা করে, তাই দলের কর্মসূচি চলতেই থাকে।''

চার জনের দেহ ফিরছে বাড়িতে

নিজস্ব সংবাদদাতা

আলিপুরদুয়ার ও ধূপগুড়ি

তারাপীঠে পুজো দিতে গিয়ে অগ্নিকাণ্ডে মৃত আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি বাসিন্দা চার জনের দেহ বাড়িতে ফিরছে। দেহগুলি রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রাখা ছিল। বীরভূম পুলিশ এবং আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলার পুলিশের সহযোগিতায় মঙ্গলবার সকালে সেখানে পৌঁছন মৃতের আত্মীয়েরা। দেহগুলি শনাক্ত করেন তাঁরা। আলিপুরদুয়ারের পুলিশ সুপার অমিতকুমার শা জানান, ময়না-তদন্তের পরে তারাপীঠে মৃত চার জনের দেহ বাড়িতে নিয়ে আসা হচ্ছে।

এ দিকে, তারাপীঠের ঘটনার পরে ধর্মীয় স্থানের পাশে থাকা হোটেল বা লজের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশাসন আরও সতর্ক হোক, সেই দাবি উঠেছে। আলিপুরদুয়ারের বিজেপি সাংসদ মনোজ টিগ্গা বলেন, ''এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রুখতে সরকার তো ব্যবস্থা নেবেই, সাধারণ মানুষ-সহ প্রত্যেককেই সচেতন হতে হবে।''

তারাপীঠে আলিপুরদুয়ার শহরের নিউটাউনের বাসিন্দা সুবীর সাহা, অমিত পাল, আলিপুরদুয়ার ১ ব্লকের তপসিখাতার বাসিন্দা কমল রায় ও জলপাইগুড়ির ধূপগুড়ির রাকেশ শর্মার মৃত্যু হয়। সোমবার দুপুরে সুবীর, অমিত ও রাকেশের পরিবারের সদস্যেরা তারাপীঠের উদ্দেশে রওনা দেন। পেশায় গাড়ি চালক কমল রায়ের বাড়িতে আছেন মা, স্ত্রী ও দেড় বছরের শিশুসন্তান। তাঁরা কেউ দেহ আনতে যেতে পারেননি। তবে, কমলের পরিচিত, মৃত সুবীর ও অমিতের আত্মীয়েরাই কমলের আধার কার্ড জমা দিয়ে মৃতদেহ নিয়ে ফিরছেন। সোমবার সুবীর ও অমিতের স্ত্রী, সন্তানদের কাছে মৃত্যুর কথা পরিবারের লোকেরা চেপে রাখলেও, মঙ্গলবার তাঁরা সেই খবর পান। অঝোরে কেঁদে চলেন সুবীরের স্ত্রী রাখি। সুবীরের দাদা সঞ্জীব বলেন, ''ভাইয়ের দেহে আগুন পুড়ে যাওয়ার দাগ ছিল না। আমাদের ধারণা, ভাই দমবন্ধ হয়ে মারা গিয়েছে।'' অমিতের মৃতদেহ শনাক্ত করেন জেঠতুতো দাদা দীপায়ন পাল। তিনি বলেন, ''ভাই পুড়ে মারা যায়নি। কার্বন বা ধোঁয়ায় দমবন্ধ হয়েই ওর মৃত্যু হয়েছে।'' রাকেশ শর্মার ভাই রাজেশ বলেন, ''দাদার এমন পরিণতি হবে, ভাবতে পারিনি।'' কমলের বোনজামাই সমীর রায় জানান, কমলের দেহ মঙ্গলবার মাঝারতে অথবা বুধবার ভোররাতে ফিরবে।

পঞ্জাব নেশনাল বৈঙ্ক punjab national bank

...भरोसे का प्रतीक ! ...the name you can BANK upon !

অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ (এআরএমবি): মালদা

পিএনবি স্টেশন রোড ব্রাঞ্চ, নূর ম্যানসন, স্টেশন রোড, রথবাড়ি, জেলা- মালদা, ৭৩২১০১

ই-মেল: CS8275@PNB.BANK.IN

এসআই (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৯(১)-এর বিধানাবলির সহিত পঠিত রুল ৮(৬)-এর বিধানাবলি এবং সারফেইসি অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর পরিসম্পত্ত বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন সেল নোটিস

সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করিয়া ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং গ্যারেন্টার(গণ)-কে এতদ্দ্বারা নোটিস দেওয়া হইতেছে যে, অত্র নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি জামিনযুক্ত পাওনাদারের নিকট রেহানাবদ্ধ/চার্জযুক্ত রহিয়াছে, যাহার কনস্ট্রাক্টিভ/বাস্তবিক/প্রতীকী দখল ব্যাঙ্ক/জামিনযুক্ত পাওনাদারের অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক দখল লওয়া হইয়াছে এবং যে নিম্নে বর্ণিতমতে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ ও গ্যারেন্টরগণের নিকট হইতে ব্যাঙ্ক/জামিনযুক্ত পাওনাদারের বকেয়া উশুলের নিমিত্ত অত্র নিম্নোক্ত সারণিতে উল্লেখিত তারিখে "যেখানে যে অবস্থায় আছে", "যেখানে যাহা কিছু আছে" এবং "যেখানে যেরূপ প্রকার আছে" ভিত্তিতে বিক্রয় করা হইবে। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তিসমূহের জন্য সংরক্ষিত মূল্য ও বায়না জমার পরিমাণ নীচের সারণিতে উল্লেখ করা হইল।

ই-অকশন-এর তারিখ/সময়: ২৪.০৯.২০২৬, বেলা ১১.০০টা হইতে বিকাল ০৪.০০টা এবং বায়না জমা দেওয়ার শেষ তারিখ: ২৪.০৯.২০২৬ বেলা ৩.০০টা পর্যন্ত

এআরএমবি, মালদা, শ্রী রাহুল সিং, চিফ ম্যানেজার (অনুমোদিত অফিসার), মোবাইল নং: ৯৬৯৯৬৩৮৫৬১ ই-অকশন কালেকশন এ/সি বিবরণ: অ্যাকাউন্টের নাম – সাস্তি/ এনপিএ/ সারফেইসি, নিলাম সম্পর্কিত, এ/সি 827500317118A (আইএফএসসি – PUNB0827500)

জামিনযুক্ত পরিসম্পদের তফশিল

লট নং	ব্রাঞ্চের নাম / অ্যাকাউন্টের নাম	বন্ধকীকৃত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ/মালিকের নাম (সম্পত্তি(সমূহ)-এর বন্ধকদাতাগণ)	(ক) সারফেইসি অ্যাক্ট ২০০২-এর ১৩(২) ধারা অধীনে চিহ্নায় নোটিসের তারিখ (খ) -------তারিখমতো বকেয়ার পরিমাণ (গ) সারফেইসি অ্যাক্ট ২০০২-এর ১৩(৪) ধারা অধীনে দখলের তারিখ (ঘ) দখলের ধরন প্রতীকী/বাস্তবিক/কনস্ট্রাক্টিভ	(ক) সংরক্ষিত মূল্য (লক্ষ টাকায়) (খ) ইএমডি (গ) ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ
১	নেতাজি মার্কেট (০৬৭৬৯০) মেসার্স শিবম ফুড প্রোডাক্টস 0678250306720 (CCOTH), 0678300016816 (TLIMT)) ঋণগ্রহীতা: মেসার্স শিবম ফুড প্রোডাক্টস; স্বত্বাধিকারী ও বন্ধকদাতা: শ্রী সীতাংশু মল্লিক, পিতা: শ্রী ইন্দ্রেন্দ্র মল্লিক; ঠিকানা:১: গ্রাম- লক্ষীপুর (মানিকপুর মোড়), ডাকঘর- মানিহা, থানা- ইংলিশবাজার, জেলা- মালদা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৩২১০১, মোবাইল- ৯৯৩০৬৪৫৬৮; ঠিকানা-২: আইটিআই মোড় (ব্রয়ারডিভি কমপ্লেক্স), থানা-ইংলিশবাজার, জেলা-মালদা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৩২১০১, মোবাইল- ৯১৩০৩৬৫৫৬৮	নিম্নোক্তের বন্ধাইঁর জমি ও বিল্ডিং এবং অফিস-কম-গোডাউন-এর সমস্ত অবিভক্ত অংশ, অবস্থান: মৌজা-নাঙ্গিপুর, থানা-ইংলিশবাজার, সাব-রেজিস্ট্রি অফিস ও জেলা-মালদা, জেএল নং ৭৯, খতিয়ান নং আরএস ২২৬, বর্তমান এলআর খতিয়ান নং ১৯৬০, প্লট নং ৪৪৪ (বর্তমান প্লট নং ৪৪৪/৬৫১), মোট আয়তন ৬.৬০ ডেসিমেল, জেণি 'বাস্তু'। শ্রী সীতাংশু মল্লিক, পিতা- ইন্দ্রেন্দ্র মল্লিকের নামে রেজিস্ট্রার্ড এবং নং ১৬৬৪/২০১৬, তারিখ: ০৩/০৩/২০১৬ ও ৮৭১৯/২০১৯, তারিখ: ২১/০৯/২০১৯ সমন্বিত বন্ধের দলিলের মাধ্যমে বন্ধকীকৃত। দলিল নং ১২৪৪/২০১৯ অনুযায়ী চৌহদ্দি: পূর্বে-তুলন চন্দ্র দাসের সম্পত্তি, পশ্চিমে-সীতাংশু মল্লিকের সম্পত্তি, উত্তরে:৮ ফুট রাস্তা, দক্ষিণে-গৌরাঙ্গ শর্মার সম্পত্তি। দলিল নং ১২১৯/২০১১ অনুযায়ী চৌহদ্দি: পূর্বে-তুলন চন্দ্র দাসের সম্পত্তি, পশ্চিমে-সুবল চন্দ্র দাসের সম্পত্তি, উত্তরে-৮ ফুট রাস্তা, দক্ষিণে-গৌরাঙ্গ শর্মার সম্পত্তি।	(ক) ১৯.০১.২০১৫ এবং সংবাদ পত্রে প্রকাশের তারিখ: ০৭.০১.২০১৫ (খ) টাঃ ৮৭,৯২,৩৫৮.১৭ (গোতাশি লক্ষ তিরানব্বই হাজার তিনশত আটাত্ত টাকা সত্তরো পয়সা) – ৩০.০৯.২০২৪ তারিখমতো ওসব ঠিকাচুক্তি হারে আরও সুদ, আরও সুদ, উহ্যল খাদে (যদি থাকে), ০১.১০.২০২৪ তারিখ হইতে তদুপরি অন্যান্য চার্জ ডিমান্ড নোটিশে উল্লেখিত মত। (গ) ২২/০৫/২০১৫ (ঘ) প্রতীকী	(ক) টাঃ ১৮.১৯ খ) টাঃ ১.৮১৯ গ) টাঃ ০.২০
২	গঙ্গারামপুর (০৬১৬৯০) মেঃ সত্যেন এন্টারপ্রাইজ (এসি নং:- 02362502001381, 02363000064381)	সম্পত্তি - ১: নিম্নোক্তের ইন্ডাস্ট্রিয়েল মার্কেটাল, রক্ষিত রথ ও ভাণ্ডিগৃহ, রথার নামে জমি ও বিল্ডং; অবস্থান - জেলা: দক্ষিণ দীনাজপুর, থানা: গঙ্গারামপুর, মৌজা: ইন্দ্রনারায়ণপুর, জে.এল. নং ৮৭, খতিয়ান নং এল.আর. ৩৭৬৯ ও ৩৯৬৩, প্লট নং এল.আর. ১৪১, আয়তন ০.১৬ একর, জেণি - 'বাস্তু' (১০১৩ সালের দানপত্র নং:১-১৯৫৬ অনুযায়ী)।	(ক) ১৯.০৮.২০১৩ (খ) টাঃ ৪৯,২৯,১৩৬.৮৮ (রোয়াল্লিশ লক্ষ ত্রানব্বই হাজার একশত সাঁইত্রিশ টাকা আটাত্তর পয়সা)	সম্পত্তি-১: ক) টাঃ ৬০.৯৫ খ) টাঃ ৬.৩৬ গ) টাঃ ০.২০
৩	রায়গঞ্জ মোমবাতী (০৬৩৭০০) স্বরূপ চন্দ (093700930001314 2, 093700JY00000017) ঋণগ্রহীতা ও প্রয়াত শ্রী ভুবন কান্তি চন্দ- এর উত্তরাধিকারী: শ্রী স্বরূপ চন্দ, পিতা- ভুবন কান্তি চন্দ, সহ-ঋণগ্রহীতা এবং প্রয়াত শ্রী ভুবন কান্তি চন্দ-এর আইনগত উত্তরাধিকারী: শ্রীমতি জ্যোৎস্না চন্দ, জননী- ভুবন কান্তি চন